



চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম- ৬ জানুয়ারি ২০১৮খ্রি.

বিশ্বমানের নাগরিক হওয়ার মানসিকতা ধারণ করে জীবন গড়ে তুলতে হবে
-----**মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন**

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, স্বাস্থ্য সেবা খাতে ১৩ কোটি এবং শিক্ষা খাতে ৪৩ কোটি টাকা বছরে ভর্তুকি দিয়ে এ দু'খাতে সেবা দিচ্ছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ২০০২ সনে প্রতিষ্ঠিত হেলথ টেকনোলজি উন্নয়নে অতীতে কেউ কাজ করেনি। চলতি বছরে এ প্রতিষ্ঠানটি সংস্কারের জন্য ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নতুন একটি হোস্টেল, একটি লিফ্ট ও একটি নতুন জেনারেটর সংযোজন করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ যদি বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে তার পক্ষে অসত্য ও অসুন্দর কোন কাজ করা সম্ভব নয়। তিনি প্রত্যেককে সচ্ছতা, সততা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়ার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, পরিবার, সমাজ ও দেশকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে দায়িত্ব নিয়ে কাজে নিয়োজিত হলে এবং মানুষের মধ্যে সততা ও আন্তরিকতা থাকলে অভিস্ট লক্ষ্যে পৌছতে কোন বাধাই থাকবে না। জনাব আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেন, জনগণের সন্তুষ্টি বিবেচনায় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। চলার পথে কোন বাধাকে প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করি না। তিনি তাঁর সেবার কাজে সকল মহলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আরো বলেন, বিশ্বমানের নাগরিক হওয়ার মানসিকতা ধারণ করে জীবন গড়ে তুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে দেশের স্বার্থকে বিবেচনায় রেখে দায়িত্ব পালন করে পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে নিজেকে শপে দিতে হবে। সর্বক্ষেত্রে নৈতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংকীর্ণতা পরিহার করে ইতিবাচক চিন্তা-চেতনায় পরিচালিত হয়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে মানুষের কল্যাণ করতে হবে। মেয়র মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের জনগণের সন্তুষ্টি বিবেচনায় দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। ৬ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি. শনিবার, দুপুরে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি এন্ড ম্যাটস্ এর মিলনায়তনে

অত্র প্রতিষ্ঠানের নবীন শিক্ষার্থী বরণ ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে মেয়র এ আহবান জানান। অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয়

চিকিৎসা অনুষ্ঠানের সচিব ডা. মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান, প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ সেলিম আকতার চৌধুরী, সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. প্রীতি বড়ুয়া, প্রবাসক ডা. পলাশ দাশ বক্তব্য রাখেন। পরে মেয়র বিদায়ী শিক্ষার্থী এবং নবীন শিক্ষার্থীদের মাঝে এপ্রোন ও শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন।

চট্টগ্রাম, ৬ জানুয়ারি'১৮ইং

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম জেলা আয়োজিত স্মরণানুষ্ঠানে মেয়র আ.জ.ম নাছির উদ্দিন

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ ছিলেন আমাদের প্রগতিশীল ধারার বিবেকী কর্ণস্বর। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ.জ.ম নাছির উদ্দিন বলেছেন, সময়ের সাহসী ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি ছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ। দেশের নানা উত্থান-পতন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে তিনি পালন করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। তিনি চিন্তা করতেন বিবেক দিয়ে এবং আন্দোলনের কথা বলতেন অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে। তিনি ছিলেন আমাদের প্রগতিশীল ধারার বিবেকী কর্ণস্বর। গতকাল শনিবার বিকেলে নগর ভবনস্থ কে.বি আবদুস সাত্তার মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম জেলা আয়োজিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র দৈনিক আজাদী'র প্রয়াত সম্পাদক, সাবেক এম.এন.এ ও সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ'র ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণানুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। সিটি মেয়র আরো বলেন, চট্টগ্রামের সাংবাদিকতার অঙ্গনে শুধু নয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নাগরিক পরিমণ্ডলেও তিনি ছিলেন বড় মাপের মানুষ। বাঙালি জাতীয় মানস গঠনে, সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্বোধনে ও সম্প্রীতিবন্ধনে তরুণ ও নারী সমাজসহ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠন, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্মতৎপরতা, আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে এবং সশস্ত্র পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিমিত। মুখ্য আলোচকের ভাষণে বরণ্য বুদ্ধিজীবী কবি ও সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্ত বলেন, ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশ ও বাঙালির বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃতির ষড়যন্ত্র হয়। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সত্যকে জাগ্রত করে নতুন প্রজন্মকে দিক নির্দেশনা দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, আজাদী'র সম্পাদক মোহাম্মদ খালেদ ১৯৭০ সালে পাকিস্তানী ভাবনা-চেতনার ধারক কুখ্যাত ফজলুল

কাদের চৌধুরীকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজিত করে জাতীয় বীরে পরিণত হন। তাই তিনি শুধু আজাদী'র সম্পাদক হিসেবে নন মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রধান আলোক শিখা। সৌম্য-সুন্দর এই মানুষটির কৃতি-কর্ম নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। বিশেষ অতিথির ভাষণে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান বলেন, জননন্দিত মানস সম্পদ অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ আমাদের অহংকারের প্রতীক। তিনি সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সংবিধান প্রনেতা এ কারণেই চির স্মরণীয় থাকবেন। তিনি আরো বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি সত্যনিষ্ঠ, রাজনীতির ক্ষেত্রে আদর্শনিষ্ঠ। তিনি নেই, যতদিন স্বাধীন মতামত থাকবে ততদিন তিনি বেঁচে থাকবেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নঈম উদ্দিন চৌধুরী বলেন, এখন গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সুশীল সমাজের পবিত্র ভূমিকা রয়েছে। তবুও প্রত্যক্ষ করছি এই সুশীল সমাজের কেউ কেউ বিপথগামী। আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানাই। জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সফর আলী বলেন, রাজনীতিতে সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার চর্চা দেখতে চাই। তবে যারা পাকিস্তানীর দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের বর্জন করতে হবে। তরুণ সমাজের একটি বড় অংশ মাদকে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের ফেরাতে হবে। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ স্মরণানুষ্ঠানের আহ্বায়ক চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র প্রফেসর নিছার উদ্দিন আহমেদ মনজু বলেন, তরুণ সমাজের একটি অংশকে ব্লেন ওয়াশ করে করছে কিছু মৌলবাদী গোষ্ঠী। মাদ্রাসা শিক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আরো জোরদার করতে হবে। তিনি গত বছরের সাফল্য বলতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ'র ভাষণকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের পরে তাঁকে নিউইয়র্ক টাইমসের নিবন্ধনে পোয়েট অব পলিটিকস বলা হয়েছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন, মার্টিন লুথার কিং, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাষণকে এই ভাষণের সঙ্গে দাঁড় করালেও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনন্য। সেই ভাষণটি ইউনেস্কো স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি আমাদের গর্বের বিষয়। অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ স্মরণ অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী সাবেক ছাত্রনেতা ইয়াছির আরাফাতের সঞ্চালনায়ে অনুষ্ঠিত স্মরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক পরিষদের সদস্য সচিব চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের কার্যনির্বাহী সদস্য রোটোরিয়ান হাজী মোহাম্মদ ইলিয়াছ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য শেখ মাহমুদ ইসহাক, সাংগঠনিক সম্পাদক ও চসিক প্যানেল মেয়র চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনী। পরিবারের পক্ষে

বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের সুযোগ্য সন্তান সাপ্তাহিক শ্লোগান সম্পাদক মোহাম্মদ জহির, ১০নং উত্তর কাটলী ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের যুগ্ম আহবায়ক হাবিবুর রহমান হাবিব, ১৯নং দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক গোলাম রব্বানী মনি, নগর যুবলীগের সদস্য সুমন দেবনাথ, লিটন রায় চৌধুরী, বকশির হাট ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা মামুনুর রশিদ মামুন, জামালখান ওয়ার্ড মহিলা আওয়ামীলীগ নেত্রী শাহানারা বেগম, অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদকে নিবেদিত করে কবিতা পাঠ করেন আবৃত্তি শিল্পী নিশাত হাসিনা শিরিন প্রমুখ। স্মরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক শফিউল বশর, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সদস্য সিরাজুল করিম মানিক, মহানগর আওয়ামীলীগের কার্যনির্বাহী সদস্য হাজী বেলাল আহমেদ, আওয়ামীলীগ নেতা রায়হান ইউসুফ, সাংস্কৃতিক সংগঠক আ ফ ম মোদেছের আলী, কবি সজল দাশ, দিলীপ সেনগুপ্ত প্রমুখ।

সংবাদদাতা

মো. আবদুর রহিম

জনসংযোগ কর্মকর্তা